সেলিনা হোসেন

নদীর গল্প

জুই প্রকাশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
জুলফিয়া ইসলাম
জুই প্রকাশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২২
স্বত্ব
লেখক
প্রচ্ছদ
দেলোয়ার রিপন
ছবি ও অলংকরণ
সাগর খান
গ্রাফিক্স
আর কে গ্রাফিক্স পয়েন্ট
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।
দাম
দুইশত পঁচিশ টাকা
ISBN : 978-984-95658-2-6

Nodir Golpo
Written by Selina Hossain
Published by Jui Prokashan
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100.
Price : Tk. 225.00 Only
US$: 10

ঘরে বসে জুই প্রকাশন এর সকল বই পেতে ভিজিট করুন : www.rokomari.com/juiprokashan
অথবা ফোনে অর্ডার করুন এই নাম্বারে : ০১৫১৯৫২১৯৭১, হটলাইন : ১৬২৯৭

প্রকাশকের কথা

আমাদের স্বাধীনদেশের অস্তিত্বের শিকড় গ্রামের মাটিতে প্রোথিত। ক্ষুদ্র আয়তনের এই বিশাল জনগোষ্ঠি প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছে জীবনের সাথে। জন্মের পর থেকে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে হণ্যে হয়ে থাকে, শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলে। কষ্ট, তবু হেসে খেলেই জীবন কাটায়। টুকরো টুকরো স্বপ্ন চোখে, ছোট ছোট আশা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে অনেকটা না বেঁচে থাকার মতই।

এই ছিন্নমূল মানুষের সুখ দুঃখের গল্প নিয়ে বর্তমান গ্রন্থটি। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করা শিশুদের জন্য লেখা বইটির ভাষা অত্যন্ত সাবলীল এবং প্রাণবন্ত।

সবার ভালো লাগবে।

জুলফিয়া ইসলাম
প্রকাশক

সূ|চি|পা|তা

নদীর সঙ্গে ১৭
নদীর ধারের মেয়েটি ১১
যে নদী মরু পথে ৩৭

নদীর ধারের মেয়েটি

মেয়েটি রোজ নদীর ধারে যায়। সারাদিনে একবার ওর যেতেই হয়। কোনোদিন স্কুলে না গিয়ে নদীর ধারে চলে যায়। অনেকক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। যতক্ষণ ইচ্ছা হয় ততক্ষণ থাকে। তারপর ফিরে আসে।

ফিরতে ফিরতে দুহাতে চোখ মোছে। মনে হয় নদীর সবটুকু পানি ওর চোখে জমেছে। দুহাত দিয়ে মুছলেও চোখের পানি মুছে শেষ হয় না। তখন ও দৌড়াতে শুরু করে।

মেয়েটির নাম মেঘনা। মেয়েটি যে নদীর ধারে যায় সে নদীর নামও মেঘনা। এই মেঘনা নদীতে ওর বাবা মাছ ধরত।

মা বলে, ওর জন্মের পর বাবা ওকে কোলে নিয়ে বলেছিল, আমার মেয়ের নাম রাখলাম মেঘনা। আমি মেঘনা নদীতে মাছ ধরি। সারাদিন নদীতে কাটাই। ঘরে এলে আমার মাকে কোলে নিলে মনে হবে আমার নদী আমার বুকে ঢুকেছে।

হাততালি দিয়ে হেসেছিল মেঘনার বড় ভাই। নাচতে নাচতে বলেছিল, মেঘনা থাকে গাঁয়ের ধারে, মেঘনা থাকে ঘরে।

মা বলেছে, সেদিন ওদের বাবা হা-হা করে হাসতে হাসতে দুই ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরেছিল। ওর ভাই ওকে শিখিয়েছিল লাইনটি গানের সুরের মতো টেনে টেনে বলতে। ওর বাবা মেয়ের গলায় এমন সুর শুনলে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকত। বাবার হাসিমুখ দেখে মেঘনার খুশির শেষ থাকত না। বইখাতা বুকে চেপে ধরে স্কুলের পথে দৌড়াতে দৌড়াতে গলা ছেড়ে গাইত, মেঘনা থাকে গাঁয়ের ধারে, মেঘনা থাকে ঘরে।

এখন ওর গলায় এই গান নেই। এখন ও মনে করে ওর চোখের পানি মেঘনা নদী। কারণ ছয় মাস ধরে ওর বাবা নদী থেকে মাছ নিয়ে বাড়িতে আসে না। উঠোনে জাল শুকাতে দেয় না। বাবা নেই বলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে। মেঘনার মনে হয় বাবার কথা মনে হলে ওর স্কুলের পড়া মনে থাকে না। ও মন খারাপ করে বসে থাকে।

ছয় মাস আগে ওর বাবার নৌকা ঝড়ে পড়ে ডুবে গেছে। নৌকাটা কোথায় ভেসে গেছে কেউ জানে না। অনেকে ওর বাবার খোঁজ করেছে। খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সে জন্য মেঘনা নদীর পাড়ে বসে থাকে। ভাবে, বাবা একদিন ঠিকই ফিরে আসবে। ওর বড় ভাই সাগরও বাড়িতে নেই। ঢাকায় গেছে কাজ করতে। মাসে মাসে টাকা পাঠায়। সেই টাকায় চাল-ডাল-নুন-তেল কেনে ওর মা। বড় ভাই টাকা পাঠালে ওর মা কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, ছেলেটার পড়ালেখা হলো না। মেয়েটারও পড়ালেখায় মন নেই।

মেঘনা নদীর ধারে বসে চোখের পানি মুছে ভেজা হাত চুলে ঘষে। ওর মনে হয় শুনতে পাচ্ছে বাবার কণ্ঠ। বাবা বলছে, মাগো দেখ তোর জন্য কত মাছ এনেছি। এগুলো বিক্রি করে লাল জামা কিনে দেব। জুতো ও চুড়ি-ফিতাও। আর কী চাই তোর মা?

আমার আর কিছু লাগবে না বাবা। আমি শুধু তোমাকে চাই। তুমি আমার পাশে থাকো। তোমাকে আর মাছ ধরতে যেতে হবে না বাবা।

শোঁ শোঁ বাতাসের শব্দ শুনতে পায় মেঘনা। চোখ বড় করে চারদিকে তাকায়। গাছের পাতা তো নড়ে না। নদীতে ঢেউ ও বাতাস নেই। তাহলে বাতাস কোথায়? ও কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসে। মাকে বলে, যাদের বাবা থাকে না তারা বাতাস দেখতে পায় না।

মা মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাবে, কীভাবে মেয়েটার দুঃখ ভোলানো যাবে! বাতাস তো কেউ দেখতে পায় না। ওর কেন বাতাস দেখার ইচ্ছা হয়? মা ভাবে, সাগরকে বাড়িতে আসতে বলবে। ভাইকে পেলে মেয়েটার দুঃখ কমবে। মেয়েটি মায়ের বুক থেকে মাথা উঠালে মা বলে, ভাত খাবি মেঘনা?